

পালপুকুর

“The moving finger writes, and once written, moves on

— থৈয়াম, ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ

রিটার্ড জাস্টিস চন্দ্রমাধব পাল এর বাড়ির দরজায় যখন সৈকত, তখন রাত সোয়া একটা। লাস্ট ট্রেনে অশোকনগরে পৌঁছতে সাড়ে বারোটা, তারপর কোনক্রমে একটা ভ্যান রিকশায় বসে দেড়শ টাকা গুণে অবশেষে পালপুকুর। জাস্টিস পালের গ্রামের বাড়ি। শীতকাল। প্রথম রাতের কুয়াশা। দুটো একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ। কলকাতার বাইরে, গ্রামদেশের শীত কেমন সৈকতের জানা ছিলনা। পাতলা উইন্ডিটারের ফাঁক দিয়ে কনকনে হাওয়া জানান দিচ্ছে। জাস্টিস পালের বাড়িটা, বাড়ি নয় প্রাসাদ। ফটক দেওয়া পাঁচিলটা জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা। ভিতরে অগোছালো বাগান, বেশিরভাগ জংলা গাছ। একটা ধোঁয়া ওঠা পানাপুকুর কুয়াশায় মিশে গেছে। বাড়িটায় আলো নেই, রাস্তাতে তো নেইই। একফালি চাঁদ আছে অবশ্য। সৈকতের ছায়াটা কাঁপছে। এত রাতে এই শীতের মধ্যে কলকাতার থেকে বহুদূরে এই বিশাল বাড়িটার দরজায় দাড়িয়ে গা হুমহুম করছে। বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

দরজা খুলল অবশ্য। প্রতাপ, সাথে হারিকেন। জাস্টিস পালের ড্রাইভার কাম ম্যানেজার কাম কাজের লোক। কলকাতার অফিসে প্রতাপকে বেশ কয়েকবার দেখেছে। বয়স তিরিশের বেশি নয়, মুশকো, চোয়ালটা অস্বাভাবিক রকমের চওড়া। হারিকেনের আলোয় প্রতাপকে যেন আরও দু তিন সাইজ বড় মনে হচ্ছে। একটা খসখসে চাদর জড়ানো। দরজাটা ভেজিয়ে প্রতাপ সিঁড়ির দিকে দেখিয়ে দিল। ভিতর থেকে বাড়িটাকে আরও বড় দেখাচ্ছে। বিশেষতঃ, কোন আসবাব সৈকতের চোখে পড়লনা। দেওয়ালে ছবি আছে দু চারটে, একটাকে দেখে সৈকতের মনে হল যামিনী রায়ের অরিজিনাল হলেও হতে পারে। জাস্টিস পাল জমিদার বংশের, অন্ততঃ সেরকমই শোনা যায়। তবে বিশেষ কিছু যে অবশিষ্ট নেই তা বোঝা যাচ্ছে। সৈকত জুতোটা ছেড়ে প্রতাপের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। লোডশেডিং। অথবা জাস্টিস পালের বিখ্যাত খামখেয়াল, কারেন্টের লাইনই নেই। প্রতাপকে দিজেস করতে গিয়েও থেমে গেল সৈকত। মনে পড়ে গেল, প্রতাপকে কখনো কোন কথা বলতে শোনেনি। আশ্চর্য। এই প্রথমবার সৈকত ব্যাপারটা খেয়াল করল।

একটা প্রমাণ সাইজের ঘরে জাস্টিস পাল একা বসে। দুটো মোমবাতি তাকের ওপর রাখা, একটা টেবিলে। পাশে আধখাওয়া গ্লাস। জাস্টিস পাল তাকিয়ায় শুয়ে। দৃষ্টি ছাদের দিকে। ভঙ্গিমাটা দেখেই সৈকতের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। জাস্টিস পালের বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই, তবু চেহারায় এখনো একটা টানটান ভাব আছে। প্রেশার বহুদিনের, দু চোখে ছানি অপারেশন, এছাড়া তেমন কোন রোগ নেই। এসময় বুড়ো মরলে সৈকতের ভীষণ অসুবিধা হয়ে যাবে।

না। জাস্টিস পাল হাত তুলে চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সামনাসামনি বসেই সৈকত খেয়াল করল, জাস্টিস পালের চেহারা ভেঙ্গে গেছে। চোখদুটো বসে গেছে, ক্লান্ত। রঙটাও খানিক ফ্যাকাসে লাগছে। এছাড়া, যদিও সৈকতের বহুদিন যাতায়াত, তবুও কলকাতার বাড়িতে জাস্টিস পালকে কখনও ড্রিঙ্ক করতে দেখেছে বলে মনে পড়েনা। এই তিন মাসে কি শরীরটা বেশিই খারাপ হয়ে গেল?

"সরি, এতরাতে তোমায়... ", জাস্টিস পাল কেশে উঠলেন, "ওই তাকের ওপর রাখা । প্লিজ হেল্প ইয়োরসেলফ ।"

"থ্যাঙ্কস সর । আই অ্যাম গুড । "

জাস্টিস পাল আঙ্গুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন - "আরে খাও । এ জিনিস আর পাবেনা", তারপর হঠাত খপ করে সৈকতের হাত ধরে বললেন - "আই ইন্সিস্ট" ।

সৈকত ভীষণ অবাক হল । কারোকে জোরাজুরি করা জাস্টিস পালের ধাতে নেই, বিশেষতঃ ড্রিঙ্ক করার ব্যাপারে । সৈকত তাকের কাছে গিয়ে বোতলগুলো নেড়েচেড়ে দেখল । চেনা কোনকিছুই চোখে পড়লনা । জাস্টিস পালের নিজের বাড়ির বারে সৈকত, এই গোটা ব্যাপারটাই কেমন অলীক । একটা গোলমত বোতল থেকে কিছু একটা ঢেলে সৈকত ওখানেই দাড়িয়ে রইল । সাধারণতঃ জাস্টিস পালের সামনে অকারণে কেউ মুখ খোলেনা । তবে সৈকত আন্দাজ করতে পারছিল, প্রয়োজনটা বিশেষ না হলে এত রাতে জাস্টিস পাল নিজের দেশের বাড়িতে তলব করবেননা ।

"আমি তোমাকে এখানে এত রাতে ডেকে আনলাম, তার কারণটা ভাবছ নিশ্চয়ই ।" জাস্টিস পাল চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন - "হবে । তবে তার আগে জরুরি কাজটা সেরে ফেলো । আমার হাতে সময় খুব কম, " জাস্টিস পালের চোয়াল শক্ত হয়ে এল - "আফটার অল, ইউ আর মাই লিগাল কাউন্সেল । যাকে বলে, আমার উকিল ! হাঃ হাঃ ! লইয়ার টু আ হাইকোর্ট জাজ, বেড়ে কাজ বলো!", জাস্টিস পাল একটা চুমুক দিলেন, "ওই তাকের নিচের ড্রয়ারে একটা ফাইল আছে।"

সৈকত ড্রয়ার খুলে চেনা ফাইলটা বার করল । হুম, তাহলে এই ব্যাপার । বুড়োর আবার খামখেয়াল চেপেছে । ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে নিজে চেয়ারে বসে সৈকত ড্রিঙ্কে প্রথম চুমুকটা দিল ।

"উইলে চেঞ্জ করব । ফাইলটা খোলো । মাঝরাতে ডেকে আনলাম, কারণ সময় একেবারেই নেই ।" জাস্টিস পাল আবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন ।

বাড়ি জমির দলিল । ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট । অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব । সবই সৈকতের চেনা । আগে দুবার উইল করেছেন জাস্টিস পাল । পৈত্রিক আর নিজের মিলিয়ে জাস্টিস পালের বেশ ভালোরকম সম্পত্তি । আপাততঃ ছেলেমেয়ে ভাগ্নে ভাইজিরা সব বাইরে, কিন্তু উইলের গন্ধ পেলেই যে যার কাজ ফেলে ছুটে আসবে, সৈকত জানে । আরো কোন দূরসম্পর্কের ভায়রাভাইরা উদয় হবে কে জানে । কিন্তু গত দুবারের চেয়ে এবারের তফাত, আগের গুলো মাঝরাতে লেখা হয়নি ।

"ইউ আর লাইক মাই সান । কতদিন চাকরি হয়ে গেল বলতো?" - জাস্টিস পালের গলা ধরে আসছে মনে হল ।

"বারো বছর সর ।"

"ফ্রেশ ফ্রম ল স্কুল, ডিয়ার বয়!" জাস্টিস পালের চোখ চিকচিক করছে - "আমি জানি আমার ছেলেমেয়েরা আর ফিরবেনা। আই অ্যাম গেম উইথ দ্যাট। ওরা নিজের মত থাক। আই ওয়ানট টু রিওয়ার্ড ইয়ু মাই বয়। ফর বিয়িং আ ফ্রেন্ড টু অ্যান ওল্ড ম্যান।" জাস্টিস পাল আবার চুমুক দিলেন। "লেখ, আমি চন্দ্রমাধব পাল, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় পালপুকুরের পৈত্রিক বাটি ও তৎসংলগ্ন জমি এবং পুকুর, অ্যাটর্নি সৈকত মিত্রের স্ত্রী ... সরি, ভাল নামটা লিখে নিও ... কে দান করিলাম।"

সৈকতের কলম আটকে গেল।

"এই শর্তে", জাস্টিস পাল বলেই চলেছেন, "এই জমি বাড়ি ও পুকুর তিনি বিক্রয় বা কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারিবেননা। অর্থাৎ বাড়ি ভাঙতে পারবেনা, পুকুর বোজাতে পারবেনা, জমি প্রোমোটরকে দিতে পারবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে থাকতে বা ভাড়া দিতে বাধা নেই, প্রোভাইডেড ... ভাল ইংরাজিতে লিখে নাও।" জাস্টিস পাল থেমে থেমে বললেন - "অন্যথায় এই সমস্ত কিছু বনবিভাগকে দান করা হবে।"

"সর", সৈকত মুখ খুলল, "আই ডোন্ট গোট ইট। শর্বরীর নামে এতকিছু..." - বলেই মনে হল, ভুল হয়ে গেল। মেঘ না চাইতেই পুরো প্লাবন। এখন আর কথা বাড়ানো উচিত হলনা। বিশেষত বুড়ো যখন নিজের মুখে বলছে। স্পাউসের নামে সম্পত্তিটা এতটাই চিরাচরিত আর জোলো কায়দা, যে ও নিয়ে প্রশ্ন করাটাই মূর্খামি মনে হল।

"ইয়েস। শোনো, সময় বিশেষ নেই। প্রতাপকে দিয়ে উইটনেস সিগনেচার করিয়ে নাও। তাহলেই আপাতত কাজ শেষ। আর হ্যাঁ, পুকুরটা কিন্তু প্রতাপের নামে করা আছে, যাবজ্জীবন। ওটা বদলাবেনা। মিসেস সৈকত মিত্র উইল ইনহেরিট দা পুকুর ওনলি হোয়েন প্রতাপ ইজ নো মোর। আর শর্তগুলো থাকবে অ্যাজ ইট ইজ।"

লেখাটা শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণে হারিকেন নইয়ে প্রতাপ হাজির। বোধহয় তৈরিই ছিল। খসখস করে সই করে চলে গেল।

"যাক, বড় কাজটা মিটল। ফাইলটাকে আবার জায়গায় রেখে দাও। সময় বড় কম" - জাস্টিস পাল স্বগতোক্তি করলেন - "কাজটা তো মিটে গেল, এবার? টপ আপ!"

একটা জানলা খোলা বোধহয়, নইলে ঘরের ভেতরেও এত ঠান্ডা কেন? সৈকত সোজা হয়ে বসল - "কিছু মনে করবেননা সর। নট দ্যাট আই কমপ্লেন, বাট দিস ইজ মোর দ্যান আই ডিজার্ট।" সৈকতের চোখে প্রশ্ন।

"বুড়ো মানুষের ভীমরতি ধরে নাও, " জাস্টিস পালের চোখ চিকচিক করছে - "জানি। প্রশ্ন অনেক। রাতটাও অনেক বাকি। মাইলস টু গো।"

এর উত্তর কি হওয়া উচিত সৈকত ভেবে পেলনা।

"আমার জন্ম এই বাড়িতেই " - জাস্টিস পাল নড়েচড়ে বেশ আরাম করে শুলেন - ""বাড়িটা আমার ঠাকরদার তৈরি। বারভূঁইয়ার একজন। লোক বলে জমিদার। আমি বলি ডাকাত। আমাদের বংশের ইতিহাস ভাল নয়", জাস্টিস পাল গ্লাসটা তুলে নাড়াচাড়া করছেন - "পাশের পুকুরটা দেখেছ?"

"দেখলাম । বেশ বড় । অনেকদিন ব্যবহার হয়না বোধহয়", সৈকত বলতে চেয়েছিল 'অনেকদিন কেউ নামেনা বোধহয়', কিন্তু কি ভেবে 'ব্যবহার' কথাটাই ঠিক মনে হল ।

"ওটাই পালপুকুর । যার নামে এই গ্রামের নাম । আগে নাম ছিল ফাঁসুড়ে পুকুর । আমার ঠাকুরদার ঠগীর দল ছিল। ঠগী জানো? অষ্টমঙ্গলার দিন সেই ঠগীর দল মেয়ের পালকিই অ্যাটাক করল । ঠাকুরদাকে লোকে বলত জামাইকাটা পাল । সে অনেক গল্প। মোট কথা, ফাঁসুড়ে পুকুর সুবিধার নয় । প্রচুর গলাকাটা লাশ ওতে ...", জাস্টিস পাল থেমে গেলেন । এমনিতে বয়স হলেও জাস্টিস পালের কথাবার্তার কোন গুণ্গোল সৈকত কখনো লক্ষ্য করেনি । তবু আজ যেন একটু বেশিই পরিষ্কার কথা বলছেন। হুইস্কি, হয়তো ।

"কাকা বলত, ঠাকুরদার লুকনো মোহর পুকুরপাড়ে পোঁতা আছে । মোগল আমলের মোহর । বর্গীর লুঠ । ছেলেভুলানো গল্প আরকি । মোহরের খুঁজে খুরপি হাতে পুকুরপাড় খুঁড়েছি অনেক । মোহর পাইনি, তবে যা পেয়েছি তাকে একরকম, গুপ্তধনই বলা চলে - হাঃ হাঃ "।

জাস্টিস পাল আজ একটু বেশিই হাসছেন ।

"প্রথমবারটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। দুপুরবেলা, ঘাসের ওপর ফড়িং, পুকুরপাড়ে আমি, তিরটির করে হাওয়া বইছে। সালটা মিড ফর্টিজ, যতদূর মনে পড়ে । আমার বয়স বছর ছয়েক । ব্যাপারটা টের পেলাম গাছের পাতার সরসর শব্দে । একটা জোর হাওয়া" - জাস্টিস পালের চোখমুখ কুঁচকে গেল - "দেখলাম, পুকুরের জলে কে যেন লিখছে । বেশ যত্ন করেই লিখছে । বসে বসেই দেখলাম, পুকুরের জলে বাতাসের লেখা, একটা নাম । বড়জোর দশ সেকেন্ড । তারপরই মিলিয়ে গেল । "

হুম, সৈকত ভাবল, কেস অন্যদিকে যাচ্ছে । আবার উইলটা না পালটে ফেলে । এসব কথা জানাজানি হলে উইল গ্রাহ্য হবেনা । ছিটেলের উইল আদালতে মানবেনা ।

"নামটা মন দিয়ে শোনো । 'খিরোদ' । না, ক্ষীরোদ নয়, খ দিয়ে খিরোদ । অর্থাৎ ওই বয়সে আমি ক্ষীরোদ বানান যা লিখতাম আর কি । জুভেনাইল, কিন্তু ব্যাপারটা ভাবার মত, অ্যাঁ । অর্থাৎ শুধু পুকুরটা নয়, আমিও একজন অ্যাকমপ্লিস ! মজার কথা হল, ক্ষীরোদবরণ তখন মামাবাড়িতে । আমার একদম হাফপ্যান্ট পরা বয়সের বন্ধু । ওই বয়সের বন্ধুত্ব যেমন হয় আর কি, একদম গলায় গলায় ।" - জাস্টিস পাল দম নিলেন - " এনিওয়ে, ক্ষীরোদ আর ফিরলনা । শুনেছিলাম সে মামাবাড়িতেই মারা যায় । ম্যালেরিয়া । "

"সরি । " - সৈকত আরেকটা ড্রিঙ্ক নিল । আশি বছরের পুরনো বন্ধুবিচ্ছেদে শোকপ্রকাশটা উচিত হল কিনা ভেবে পেলনা ।

"যোগাযোগটা আমি খেয়াল করি বেশ কিছুদিন পরে। তবে ভয়ে কাউকে বলিনি," জাস্টিস পাল হঠাত খক খক করে কেশে উঠলেন । সৈকত জলের গ্লাসটা সামনে ধরল । জাস্টিস পাল সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে - "না। এখনই না । আরেকটু সময় আছে । কি বলো ! তা বুঝলে, সেই ভয় আমার আজও কাটেনি । এই তুমিই প্রথম জানলে। দি প্রিভিলেজড ওয়ান। তারপর থেকে রোজ দুপুরেই পুকুরপাড়ে গিয়ে বসে থাকতাম । কিন্তু দিনের পর দিন বসে থেকেছি, নাথিং, কোন নাম পাইনি। তারপর একসময় ব্যাপারটা ভুলেই গেলাম ।"

"তারপর আর কখনো..." - সৈকতের প্রশ্ন শেষ হলনা - "ইয়েস! ইয়েস! কলেজ। বঙ্গবাসী। ছয়মাস বাদে প্রথম শনিবার বাড়ি এলাম। অনেকদিন বাদে ফিরে ব্যাপারটা আবার মনে পড়ে গেল। পুকুরটাকে চোখে চোখে রাখছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন পুকুরটাও আমায় নজরে রাখছে। যেন অনেকদিনের জমানো কথা বলার আছে। বেশি রোমান্টিক হয়ে গেল নাকি ... ক্লাইম্যাক্সটা কিন্তু ট্রাজিক। পরেরদিন বিকেলে, ওই পুকুরে আমার বাবার নাম দেখলাম। বাবার বয়স হয়েছিল অবশ্য, আর তখনকার দিনে হার্ট অ্যাটাকের এত চিকিৎসাও ছিলনা। মোটকথা, হার্ট অ্যাটাক কিনা জানিনা, তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবা ধড়ফড় করতে করতে মারা গেলেন।"

একটা অসহ্য নৈঃশব্দ্য।

"তারপর থেকে অনেকবার, একই ঘটনা। শুধু চেনা নয়, অচেনা মানুষ, র্যান্ডম পিওপল। হয়তো পরে খবরের কাগজে নাম পড়েছি। অমুক দুর্ঘটনায় তমুক ব্যক্তি নিহত। পুকুরে দেখা নামগুলো খাতায় লিখে রাখতাম। সে খাতাটাও গেল হারিয়ে। নব্বই বছর বয়স টা তো কম নয়। হাউএভার, দেয়ার ওয়াজ ওভারবেয়ারিং গিল্ট। আমার মনে হত এদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। পুকুরপাড়ে না এলে এদের নামও লেখা হতনা, আর ... কিন্তু তাই কি হয়!" জাস্টিস পাল সৈকতের হাত চেপে ধরলেন - "কত লোক তো রোজ মরে, কত লোক। দে ডাই ইন ফ্লক্স! সবার নামই কি ওই পুকুরে ..."

সৈকত কিছু না ভেবেই বলল - "এ ব্যাপারে আপনি কখনো কিছু করার চেষ্টা করেছেন, মানে ঘটনাটা আটকানোর জন্য ... যদি যার নাম লেখা এল, তাকে আগে থেকে বলে রাখা যায়।" অর্থাৎ বুড়োর সাথে কথা চালিয়ে যেতে হবে তাই কনরকমে মুখ খোলা। মাথায় শুধু ঘুরছিল, আর কে কে এসব কথা জানে। উইলটা পাশ হলে হয়।

জাস্টিস পাল বোতলটা পুরো উল্টো করে গ্লাসে ঢেলে নিলেন। তারপর তাকিয়া থেকে উঠে আস্তে আস্তে হেটে বারে গিয়ে আরেকটা বোতল হাতে নিলেন। "নাঃ। অত সাহস নেই। আসলে ... মনে হত, এই যে রোজকার জীবন সে একরকম। আর ওই পুকুরের মধ্য জগতের সব কলকজা ঘুরছে। হুইলস অফ ফেট। ওর মধ্যে নাক গলিয়ে ... বেটার টু ডাই আ ফুলস ডেথ। এই বছর দশেক আগেই, একটু আগে পরে হবে, সবে মেজমেয়ের বাড়ি থেকে ফিরেছি। সেদিন রাতে এল কালবৈশাখী। সে কি ঝড়! পুরো বাগানটা তছনছ হয়ে গেল। জানলা দিয়ে দেখলাম পুবপাড়ের জামরুল গাছটা মড়মড় করছে। এমন সময় পুকুরের দিকে নজর পড়ে গেল। আর থাকতে পারি নি, টর্চ হাতে এই বুড়ো বয়সেও ছুটলাম। ঝড় মাথায় করে পুকুরপাড়ে যা দেখলাম" - জাস্টিস পাল হঠাৎ কেঁপে উঠলেন - "অনেক নাম, এই লিখছে, এই মুছেছে, অজস্র অচেনা নাম। আমি কাঁপতে কাঁপতে ওই বৃষ্টির মধ্যেই বসে পড়লাম। প্রতাপ এসে তুলে না নিয়ে গেলে সে রাতেই...", জাস্টিস পাল হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আপনি শিওর আর কারোকে বলেননি?" - সৈকত প্রশ্নটা আর চেপে থাকতে পারলনা।

জাস্টিস পাল যেন শুনতেই পাননি - "পরেরদিন সকালে খবর পেলাম ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, কয়েকশো লোক, ইউ মাস্ট রিমেম্বার দি ইন্সিডেন্ট। অনেকবার চেয়েছি, পুকুরের আশেপাশেও না যেতে। জমি বাড়ি বিক্রি করব করব করেও হয়ে ওঠেনি। মাসের পর মাসে ছেলেমেয়েদের কাছে বিদেশে কাটিয়েছি। অল টু স্টে

আওয়ে ফ্রম দিস ফাঁসুড়ে পুকুর । কিন্তু ও আমায় ডাকে । নেশা । জানার নেশা । এই নেশাতেই আমার মরণ । শেষবার পুকুরপাড়ে গেছিলাম - আজ সকালে ।"

"আর তাই সঙ্গে সঙ্গে আমায় ..."

"ইয়েস" - জাস্টিস পাল বোতলটার কর্ক খুলতে চেষ্টা করছেন । সৈকতের মনে পড়ল, এতটা ন্যূজ জাস্টিস পাল কে আগে দেখেনি । হাতপায়ের চলাফেরার মধ্যেও একটা বাধা বাধা ভাব, মুখটা ফটফটে রকমের ফ্যাকাশে । মাথাটা তো আগেই গেছে । সময় হয়ে এল । তবে, পাগলের প্রলাপেও একটা লজিক থাকে । এক্ষেত্রে লজিকটা কঠিন নয় মোটেও ।

"অর্থাৎ আজকে পুকুরপাড়ে গিয়ে", সৈকত শেষ চুমুকটা দিয়ে খালি গ্লাস নামিয়ে রাখল, "আপনি নিজের নাম দেখলেন?"

জাস্টিস পাল সশব্দে কর্কটা খুলে ফেললেন । সাথে সাথে ভীষণ ঠান্ডা হাওয়ার একটা ঝলক সৈকতকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল । সৈকতের দিকে তাকিয়ে, জাস্টিস পাল, যেন সারা শরীর দিয়ে একবার হাসলেন ।

"না, আমার নাম নয়।"

Last updated 2018-11-08 09:13:18 IST